দৈনিক সংবাদ

031

তাং 22 JAN 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫
৯ই মাঘ ১৩৯৪

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

'ইসলাম শিক্ষা বইটিতে ভুল তথ্য' এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

১।১।৮৮ তারিখের "সংবাদ"-এ প্রকাশিত "ইসলাম শিক্ষা বইটিতে ভুল তথ্য" শিরোনামে মো: বেলায়েত হোসেনের চিঠিটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উক্ত চিঠিতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ সহকারে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন ইসলামী চিন্তাবিদরা ভুলের উর্ধ্বে নন। ধর্মের মূলে হলো বিশ্বাস আর এ মূলে যদি থাকে ভুল, কিভাবে রক্ষা পাবে কুল? যাহোক একটা ব্যাপার কিন্তু লেখক পরিষ্কার করতে পারেননি, তা হলো নবী ও রাসুলের মধ্যে আসল পার্থক্য কি? দেখা যাক আল্লাহ এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে কি বলেছেন—" - - - আমি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে নবীদেরকে পাঠিয়েছি, তাদের সাথে কিতাবও নাযিল করেছি" (২:২১৩)। "আমি রাসুলগণকে আর কোনও উদ্দেশ্যে পাঠাইনি শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে- - -" । (১৮:৫৬), এ আয়াত দুটি থেকে সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায় কাজের দিক থেকে নবী ও রাসুলের কোন পার্থক্য নেই এবং নবীদেরকেও কেতাব দেওয়া হয়েছে। "আমি নুহকে তার কওমের নিকট পাঠাইয়াছি - -" (৭:৫৯)। "আমি (নুহ) প্রকাশ্য সতর্ককারী" (২৬:১১৫)। "নুহ নবী" । (৫৭:২৬), "নুহ রাসুল" (৭:৬১), "মুহাম্মদ (দ:) এর কওম" (৬:১৩৬); "মুহাম্মদ (দ:) নবী," (৩৩:১), আমি (মুহাম্মদ) প্রকাশ্য সতর্ককারী, মুহম্মদ (দ:) রাসুল (৩:১৪৪) এভাবে যাদের নাম কোরআন শরীফে উল্লেখ করেছেন তাদের প্রত্যেককে সতর্ককারী নবী, রাসুল বলেছেন। যাদের নাম উল্লেখ করেননি, তাদের সকলকে একত্রে সতর্ককারী, নবী, রাসুল বলেছেন। যেমন এমন কোন জাতি (পূর্বের) গত হয় নাই যাহাদের কোন সতর্ককারী ছিল না। (৩৫:২৪) "- - - তাহাদের নিকট আসিয়াছিল তাহাদের রাসুলগণ," (৩৫:২৫)। এখানেও দেখা যায় পূর্বে যত জাতি চলে গেছে, তাদের কাছে আল্লাহ যাদের পাঠিয়েছিলেন তাদেরকে সতর্ককারী ও রাসুল বলেছেন। এরপর আরও আছে এমন জনপদ (বস্তি) নাই সেখানে আল্লাহ সতর্ককারী পাঠান নাই, - - -" (৩৪:৩৪)। "এমন কোন জনপদ নেই যেখানে আমি নবী পাঠাই, - - -" (৭:৯৪)। তাহাদের (এসব জনপদে) রাসুলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন, (৭:১০১)। এভাবে আল্লাহ বস্তিতে প্রেরিত ব্যক্তিকে কখনও রাসুল, কখনও সতর্ককারী, কখনও নবী বলেছেন। এর পরও যদি কারো বুঝতে বাকী থাকে তাহলে দেখুন: "প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে রাসুল এসেছে - - -" (১০:৪৭)। আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে রাসুল পাঠাইয়াছি - -" (১৬:৩৬)। এখান থেকে কি বুঝা যায় না পৃথিবী সৃষ্টির পর হতে যতগুলো সম্প্রদায় বা জাতি সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ তার প্রতিটি জাতিতে রাসুল পাঠিয়েছেন। আরও একটু ভেবে দেখুন—সতর্ককারী বা নবী মানুষকে কার আদেশে সতর্ক করেছেন? তাছাড়া সতর্ককারী ও নবীগণ যে সকল জনপদের বা জাতির অধিবাসীকে যে সকল বাণী দ্বারা শুভ সংবাদ দিতেন বা সতর্ক করতেন, সেসব "বাণী" কি আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত নন? অবশ্যই আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত। তা হলে এসব বাণীর সমষ্টিকে কি কেতাব বা ছহিফা বলা যায় না? কাজেই সকল সতর্ককারীই ও নবীই রাসুল ছিলেন। নবী, রাসুল ও সতর্ককারীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আমি বিনীতভাবে বিজ্ঞ আলেম সমাজের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যদি আপনারা আমার এ আলোচনার মধ্যে কোন ভুল-ত্রুটি পান তা হলে আমার লেখার উপর সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে আমাকে তথা মুসলিম উম্মাহকে সংশোধন করার ব্যবস্থা করে দিলে তাদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ থাকিব।

মো: আবদুল লতিফ মল্লিক।
পরিদর্শন বিভাগ
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।